আজকের কাগজ

তারিখ ... 24 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

14

প্রসংগ ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয় পাঠক, আপনারা যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গটি পড়ছেন তখন উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রায় দুই মাস যাবৎ বন্ধ চলছে। কারণ সবারই জানা ছাত্র নেতা মুছা হত্যার জের হিসেবে পরবর্তীকালে যেন আর কোন অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থা, এ যেন গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি দেয়ার সামিল। কেবল মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েই যে এই সমস্যার সমাধান হয় না সেটা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অজানা সেটা কিন্তু আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। কেন না, '৮৮ সালে এবং '৯০ সালে যথাক্রমে আমিন ও ফারুকের হত্যার পরও এমনি করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, আমরা কিন্তু সমস্যার সমাধান পাইনি। অতএব, আমার মনে হয় এটা হচ্ছে লোক চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত একটা অপশক্তির পাতানো খেলা। এই খেলায় ঐ অপশক্তি স্বার্থ হাসিল করে নেয় আর এরই ফাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বর হয় বন্ধে বঞ্চিত, ছাত্রজীবন হয় বর্ধিত, কর্মজীবন হয় সীমিত।

একদিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এমন ছিল না। সেশনের দিক দিয়ে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কমের পক্ষে এক বৎসর আগানো ছিল আর সেই মোহেই ১৯৮৪ সালে ভর্তি হয়েছিলাম উক্ত বিশ্বপীঠে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই ধারা অব্যাহত রাখতে পারেনি অবশ্য মাঝে স্বৈরাচারী সরকার দফায় দফায় বন্ধ করে রেখেছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তাই পড়াশুনার জীবন যেখানে '৮৮ সালে শেষ করার কথা সেই জীবন শেষ করেছি '৯২ সালে।

'৮৪ থেকে '৯৪-এর মাঝে অতিবাহিত হয়েছে ১০টি বছর, এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহলের কালো হাতের থাবায় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর এখন '৭১-এর পরাজিত শত্রুদের দখলে। বীরদর্পে এরা এখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পদচারণা করে, যখন যা খুশী তাই করে, তাদের হাতের ইশারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ হয়, তাদেরই ইচ্ছা মতে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ এবং খোলা থাকে। '৮৬ সালের ২৬ নভেম্বর এর পর থেকে এই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় যেন এদেশের থেকে আলাদা কোন প্রতিষ্ঠান যেখানে সরকারের কিছুই করার নেই। আর তাই '৮৬ সালে সরকারি ছাত্র সংগঠনের ছাত্রদের উপর হামলা করেও এই শক্তির কোন বিচার হয়নি এমন কি বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আমলেও তারই ছাত্র সংগঠনের নেতা ঐ শক্তির হাতে নিহত হওয়ার পর আমার মনে হচ্ছে, মুছা হত্যার বিচার যেন নীরবে কাঁদছে। জানিনা এ হত্যার বিচার আদৌ বাংলার মাটিতে হবে কি না?

তাই ফারুক, মুছাসহ সকল হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার করে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবন নিশ্চিত করা হোক।

মোঃ মমিনুল হক জীবন
সাবেক সদস্য
চাকসু।